আর্ন্তজাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
২১ সেপ্টেম্বর ২০০৪

আর্ন্তজাতিক শান্তি দিবস সবসময়ই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, কিন্তু এবার আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ বছর "শান্তি ঘন্টা ”- এর ৫০ তম বার্ষিকী। এ দিনে প্রতি বছর আমরা এ ঘন্টা বাজাই।

১৯৫৪ সালে জাতিসংঘ জাপান সমিতি জাতিসংঘকে এ ঘন্টা উপহার দেয়, যা তৈরী করা হয়েছে ৬০টি দেশের শিশুদের সংগ্রহকৃত ধাতব মুদ্রা থেকে। তখন থেকে অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী এ ঘন্টা মানব জাতির শান্তির প্রতি আকাঙ্খার বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। স্নায়ু যুদ্ধ থেকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত, এইডসের বিস্তার থেকে সন্ত্রাসবাদের উত্থান- প্রতিটি সময়ে এ ঘন্টার আহবান স্থির, স্পষ্ট ও সত্যের প্রতি অবিচল রয়েছে।

আজ যখন আমরা গত বছরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা ভাবি, তখন এ ঘন্টার ধ্বনি আমাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনায় এবং যখন আমরা এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করি তখন এ ঘন্টা হয় আমাদের শক্তির উৎস। এ সপ্তাহে বিশ্বের দেশগুলো সাধারণ পরিষদের ৫৯তম অধিবেশনে মিলিত হবে, এ সময় আমরা জানি আমাদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে। এগুলোকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে হলে, আমার বিশ্বাস, মৌলিক অগ্রাধিকারগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

সমষ্টিগত নিরাপত্তা শক্তিশালী করার জন্য আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে এবং একবিংশ শতাব্দীর হুমকি মোকাবেলা করার জন্য একে উপযোগী করে তুলতে হবে। এ কাজ করতে ধারনা দেওয়ার জন্য গত বছর আমি যে উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল গঠন করেছি তারা কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

দারফুরের মত ভয়াবহ জরুরী মানবাধিকার পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য আমাদেরকে বৃহত্তর
আর্ন্তজাতিক সৌহার্দ্য বিনির্মাণ করতে হবে।একবিংশ শতাব্দীতে আরো সুন্দর বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলো কতৃক অনুমোদিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ পূরণ করতে এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি, অশিক্ষা দূর করতে ও উন্নয়নের জন্য সত্যিকারের বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে আমাদেরকে আরো অনেক কাজ করতে হবে।

এছাড়া, আমাদেরকে বিশ্বের মানুষের মধ্যে বৃহত্তর সহিষ্ণুতা ও সমঝোতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতির বিভাজন রেখা, শান্তি ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা এগিয়ে নেওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বিপদজনক বাধা। প্রতিটি জাতির মধ্যে এবং সকল জাতির ভিতরে মানবতার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে
ঐক্য গড়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কাজ করতে হবে।

এসব লক্ষ্য অর্জনের পথে আমাদের প্রচেষ্টায় এই ঘন্টাধ্বনি আজ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করুক। এ ঘন্টাধ্বনির আহবান সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক সজোরে, সুস্পষ্টভাবে ও সত্যরূপে।

** ** **